কীভাবে হবেন

একজন আদর্শ শিক্ষক

কীভাবে হবেন

একজন আদর্শ শিক্ষক

মূল
কারি সিদ্দিক আহমদ বান্দাবি রহ.
[১৯২৩-১৯৯৭ ঈ.]

অনুবাদ
বিনতে অধ্যাপক মতিউর রহমান

সম্পাদনা
মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

মাকতাবাতুল হাসান

কীভাবে হবেন একজন আদর্শ শিক্ষক
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৪ ঈ.
পরিমার্জিত সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২০ ঈ.
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান
প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র : মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ
✆ ০১৬৭৫৩৯৯১১৯
বাংলাবাজার শাখা : ৩৭, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - wafilife.com - niyamahshop.com
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
ISBN : 978-984-8012-43-7

মূল্য : ১৯০/- টাকা মাত্র

Kivave Hoben Akjon Adorsho Shikkhok
by Mawlana Qari Siddiq Ahmad Bandabi
Translated By Binte Professor Motiur Rahman
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/maktabahasan. www.maktabatulhasan.com

অ র্প ণ

শিক্ষকতা যাদের নিকট শুধু পেশাই নয়,
ইবাদতও বটে।

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দন্ডনীয়।

﴿هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾

তিনি সেই সত্তা যিনি উম্মি (নিরক্ষর) জাতির মাঝে পাঠিয়েছেন তাদেরই মধ্যে থেকে একজন রাসুল, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনান এবং তাদেরকে সংশোধন করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। যদিও ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। [সূরা জুমআ: ২]

বিষয় বিন্যাস

দুআ ও অভিমত ৯ ১৫
কিছু কথা, কিছু ব্যথা ৯ ২১
লেখক পরিচিতি ৯ ২৭

প্রথম অধ্যায়

ছাত্রদের প্রতি স্নেহ-মমতা ৯ ৩১

শিক্ষককে সহনশীল হতে হবে ৯ ৩২
পূর্বেকার শিক্ষকদের স্নেহ-ভালোবাসার নমুনা ৯ ৩৩
আমাদের অবস্থা ৯ ৩৪
কিভাবে ভুল সংশোধন করবেন? ৯ ৩৫
ইবনু উয়াইনা রহ.-এর ঘটনা ৯ ৩৬
এরাই মোদের পূর্বসূরি ৯ ৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাঠদানে নিয়ত বিশুদ্ধ করা ৯ ৪১

নিজেকে লোভ-লালসা থেকে মুক্ত রাখুন ৯ ৪২
পূর্বসূরিগণ দ্বীনের খিদমত বিনিময় ছাড়া করতেন ৯ ৪২
এক ঢোক পানিও না ৯ ৪৩
কারও অনুগ্রহের দাস হয়ে বাঁচতে চাই না ৯ ৪৪
শিক্ষকতাকে সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্য বানানোর নিদর্শন ৯ ৪৬
একটি আফসোসের কথা ৯ ৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষার্থীদের কল্যাণ কামনা করা ৯ ৫১

শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা করা ৯ ৫১
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর ঘটনা ৯ ৫২

সর্বদা ক্লাসে উপস্থিত থাকা ৯ ৫৪
এমন শিক্ষকের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে আছে ৯ ৫৪
পেছনের পড়া আয়ত্ত হওয়ার আগে সামনের পড়া না দেওয়া ৯ ৫৫
ভুল স্বীকার করতে দ্বিধা না করা ৯ ৫৮
মেধার স্তর হিসেবে ছাত্রদের বিন্যাস করা ৯ ৬০
ক্লাস পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের সময় দেওয়া ৯ ৬২

চতুর্থ অধ্যায়

ছাত্রদের চরিত্র সংশোধন করা ৯ ৬৭

নম্রতা অবলম্বন করুন ৯ ৬৭
ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সংশোধনমূলক কথা বলুন ৯ ৭০
প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া কোনো সমাধান নয় ৯ ৭১
মনে কিছু রেখে দেবেন না ৯ ৭২
ছাত্রদের থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে ৯ ৭৩
এই কাজে লেগে থাকাই কল্যাণ ৯ ৭৪

পঞ্চম অধ্যায়

ছাত্রদের সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা ৯ ৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

অপ্রয়োজনে কারও নিন্দা করবেন না ৯ ৮১

সমকালীনদের বদনাম করবেন না ৯ ৮২

সপ্তম অধ্যায়

ছাত্রদের মেধানুসারে পাঠদান করবেন ৯ ৮৫

অষ্টম অধ্যায়

উপকারী মনে হলে অন্যত্র শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠানো ৯ ৮৯

কাজ হবে শুধু আল্লাহর জন্য ৯ ৯০

নবম অধ্যায়

ছাত্রদের থেকে কোনো সেবা নেওয়া ৯৩
দাড়িবিহীন বালকদের থেকে দূরে থাকবেন ৯৩
নিজের কাজ নিজে করুন ৯৪
অন্যের হক আদায় করুন ৯৬

দশম অধ্যায়

ইলম অনুযায়ী আমল করা ৯৯
দুআ কেন কবুল হয় না? ১০০
চালনীর মতো হবেন না ১০২
কুড়ানো মানিক ১০৩
ইলম চর্চায় আবার স্বাদ কিসের? ১০৪
শেষকথা ১০৭

পরিশিষ্ট–১

শিক্ষক হওয়ার পূর্বে আত্মশুদ্ধি করে নিন ১০৯
ছাত্রদের থেকে পারতপক্ষে কোনো সেবা গ্রহণ করবেন না ১০৯
ছাত্রদের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন ১০৯
সবাইকে এক চোখে দেখুন ১১০
লজ্জাশীলতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখুন ১১০
সুস্বাস্থ্য ও সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য দুআ করুন ১১০
সর্বদা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকুন ১১০
আগে নিজে আমল করুন ১১০
আল্লাহর নিকট সংশোধ–পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়ার দুআ করুন ১১১
ফরজ–ওয়াজিবের ব্যাপারে কঠোরতা করুন ১১১
ছাত্রদের সত্যপ্রিয় হিসেবে গড়ে তুলুন ১১১
লজ্জা বিবর্জিত কাজ বর্জন করুন ১১১
ছাত্রদের খুশি রাখবেন ১১১

উপদেশ দিন, তবে সবার সামনে নয় ১১১
পাঠদানকালে মনগড়া কিছু বলবেন না ১১২
পেছনের পড়ার খোঁজ–খবর নিন ১১২
পাঠদানকালে অন্য কারও সাথে কথা বলবেন না ১১২
প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হওয়ার পর পরবর্তী কিতাব শুরু করুন ১১২
অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেবেন না ১১২
পাঠদানকালে সকলের দিকে তাকাবেন ১১২
শুরুতে সারসংক্ষেপ বলে দিন ১১৩
মুখস্থ করার উপযোগী জায়গা চিহ্নিত করে দিন ১১৩
নিজের থেকে উদাহরণ দিন ১১৩
অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পড়াবেন না ১১৩
কুরআন–হাদিস থেকে উদাহরণ দিন ১১৩
ছাত্রদেরকে এসকল গুণে গুণান্বিত করুন ১১৪
ছাত্রদের নিয়েই মূলপাঠ পড়াবেন ১১৪
ক্লাসপূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে কি না যাচাই করুন ১১৪
পাঠ হবে সীমিত, আনুসাঙ্গিক অধ্যয়ন হবে বিস্তৃত ১১৫
দুই বন্ধুকে এক সাথে জুড়ে দেবেন না ১১৫
ছাত্রদের অযথা চিন্তা থেকে মুক্ত রাখুন ১১৬
নিজে চিন্তামুক্ত থাকুন,
ছাত্রদেরও অবান্তর চিন্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন ১১৬

পরিশিষ্ট–২

ছাত্রদের সাথে সুন্দর আচরণ করুন ১১৭
শিক্ষকের দুআ ছাত্রদের প্রাপ্য অধিকার ১১৮
মাঝে মাঝে ছাত্রদের নিয়েও খাবার গ্রহণ করবেন ১১৮
ছাত্রদের ছোট মনে করা এবং তাদের ওপর অযথা
কঠোর হওয়া উচিত নয় ১১৯
স্থান বিশেষে রাগ করা ১২০

এক বিষয়ের ক্রোধ অন্য বিষয়ে প্রকাশ না পাওয়া উচিত ☞ ১২০
সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর উপদেশ ☞ ১২১
ছাত্র যদি শিক্ষকের ব্যাপারে অভিযোগ করে ☞ ১২২
মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না ☞ ১২৩
কিতাবের মূলপাঠ মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই ☞ ১২৪
ছাত্রদের আমল-আখলাক সংশোধন করাও শিক্ষকের দায়িত্ব ☞ ১২৪
ছোটদের সংশোধন করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ☞ ১২৫
সংশোধনের জন্য স্নেহ আবশ্যক ☞ ১২৬
নির্দিষ্টভাবে কারও সংশোধনের পেছনে পড়া ক্ষতিকর ☞ ১২৬
সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ☞ ১২৬
পড়া আত্মস্থ করে দেওয়া শিক্ষকের দায়িত্ব নয় ☞ ১২৭
মাত্রাতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া ক্ষতিকর ☞ ১২৭
শাস্তি দেওয়ার কিছু ভুল পদ্ধতি ☞ ১২৮
রুটিন মাফিক চলুন ☞ ১২৮
সময়ের মূল্য দিন ☞ ১২৯
অপ্রয়োজনে এদিক-সেদিক ঘুরাফেরা করবেন না ☞ ১২৯
শিক্ষা সমাপ্ত করার পর অবশ্যই কয়েক বছর
শিক্ষকতা করা উচিত ☞ ১৩০
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ☞ ১৩০
ইলমের ধারক-বাহকদের উদার মনের হতে হয় ☞ ১৩০
উপকারী ব্যস্ততাও অনেক বড় নিয়ামত ☞ ১৩১
ব্যস্ত মানুষের সবকিছু লিখে রাখা উচিত ☞ ১৩১
সবকিছু মার্জিত হতে হবে ☞ ১৩১
আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য ও ইলমের সাথে আমল ☞ ১৩১
বড়দের সহনশীল হতে হয় ☞ ১৩২
যে আদেশ মানবে না, তাকে আদেশ করবেন না ☞ ১৩২
শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ রাখুন ☞ ১৩২

ভুল স্বীকার করুন, ক্ষমা চেয়ে নিন ☞ ১৩৩
সহ্য না হলে সরাসরি কথা বলবেন না ☞ ১৩৩
মেহমানের দেখাশোনা নিজে করুন ☞ ১৩৩
সবাইকে গুরুত্ব দিন ☞ ১৩৩
ছাত্রদের মাধ্যমে জবাব দেওয়া,
যাতে ছাত্রদের যোগ্যতা যাচাই হয়ে যায় ☞ ১৩৪
আপনার হাসি-কৌতুকও হোক শিক্ষণীয় ☞ ১৩৪
ইলমের ধারক-বাহকদের করণীয় কাজ চারটি ☞ ১৩৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ☞ ১৩৫
লজ্জাজনক বিষয়গুলো বলার পূর্বে ভূমিকা সাজিয়ে নিন ☞ ১৩৬
লজ্জার বিষয়গুলো ইঙ্গিতে বলেই ক্ষান্ত করা ☞ ১৩৬

পরিশিষ্ট-৩

আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হওয়া ☞ ১৩৭
বিদআতকে ঘৃণা করা ☞ ১৩৮
আল্লাহকে ভয় করা ☞ ১৩৯
আমলের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া ☞ ১৩৯
পরকালকে ভালোবাসা, দুনিয়াকে ঘৃণা করা ☞ ১৪৩
কথা ও কাজ এক হওয়া ☞ ১৪৪
ফতোয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা ☞ ১৪৫
প্রয়োজন ব্যতীত শাসকদের কাছে না যাওয়া ☞ ১৪৬
আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে যত্নবান হওয়া ☞ ১৪৮
পাঠকের পাতা ☞ ১৪৯

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহর

দুআ ও অভিমত

الحمد لله الذي علّم بالقلم، وعلّم الإنسان ما لم يَعلم، وصلّى الله على رسوله المعلّم سيدنا محمّد وسلّم، وعلى آله وصَحْبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وكرّم، وبعد،

«الصلاح قبل الإصلاح» অন্যের পরিশুদ্ধির আগে নিজের পরিশোধন জরুরি। এমন সংশোধিত শিক্ষকই পারেন ছাত্রদের পরিশুদ্ধরূপে গড়ে তুলতে।

বলাবাহুল্য শিক্ষকতার গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আবশ্যক হলো নিজেকে সংশোধন করা এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা। সালাফের (পূর্বসূরি) সফল শিক্ষকদের আদব ও গুণাবলিতে নিজেকে সুসজ্জিত করা। আদর্শ কোনো শিক্ষকের দীর্ঘ সাহচর্য ও আন্তরিক অনুসরণের মাধ্যমে নিজেকে শিক্ষকতার জন্য যোগ্য বানানো।

শিক্ষকতা দুনিয়াবি অন্যান্য পেশার মতো নিছক কোনো পেশা নয় যে, মন যেভাবে চাইল করে ফেললাম। এটি একটি সুমহান দায়িত্ব। যা গ্রহণ করতে আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরাম সদা প্রকম্পিত থাকতেন। যখন মুরুব্বিদের পক্ষ থেকে নির্দেশ বা অনুমতি হতো, তখনই কেবল তাঁরা এ দায়িত্ব কাঁধে নিতেন। *মাসিক আলকাউসার* পত্রিকায় এক সংখ্যায় এসেছে, "সালাফে সালেহিনের যুগ থেকে নিকট অতীতের আকাবিরের যুগ পর্যন্ত বুদ্ধিমান ও তাওফিকপ্রাপ্ত তালিবে ইলমকে যে নীতিটির ওপর নিষ্ঠার সাথে যত্নবান থাকতে দেখা গেছে তা হলো, তারা পড়াশোনার নির্ধারিত সিলেবাস সমাপ্ত করার পর উস্তাদদের পরামর্শ ছাড়া খেদমতের ময়দানে পা বাড়াতেন

না। উস্তাদের আদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ শুরু করার পরও তারা নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করতেন না। উস্তাদ ও মুরুব্বিদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন এবং তাঁদের সাথে পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণের সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

কিন্তু আজকাল এই প্রথা ব্যাপক হচ্ছে যে, তালিবে ইলম নিজেই নিজেকে কোনো 'খেদমতের' উপযুক্ত বিবেচনা করছে, এরপর নিজেই কাজ শুরু করে দিচ্ছে; না উস্তাদের অনুমতি, না তাদের সাথে কোনো পরামর্শ! অনেক ক্ষেত্রে তো তাঁদেরকে এ বিষয়ে অবগতও করা হয় না!

সালাফ ও পূর্বসূরিদের পদ্ধতিতে উপকারিতা এই ছিল যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্যের কাজে অংশ নিত। যখন তালিবে ইলম উস্তাদের ওপর নির্ভর করবে এবং উস্তাদ আমানতদারির সাথে পরামর্শ দেবেন, তো যে খেদমতের সে উপযুক্ত নয় এমন কাজে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকবে। যেমন ফতোয়া-প্রদানের খেদমত, হাদিস-তাফসিরের কিতাবসমূহের দরস-প্রদানের খেদমত, তাসনিফের খেদমত, মাদরাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার খেদমত ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, উস্তাদের অনুমতিতে শুরু করলে তাঁর দুআ থাকবে এবং তাঁর নির্দেশের কারণে নিজের ওপর নির্ভর করা হবে না। আর এর উপকারিতা হলো-

«وإذا أُعْطيتَها من غير مسألة أُعِنتَ عليها».

হীনম্মন্যতা যেমন ব্যাধি, অহংকার তার চেয়েও বড় ব্যাধি। দ্বীনের খেদমত বা যেকোনো দায়িত্ব বিশেষত দ্বীনি দায়িত্বসমূহের নাজুক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে না পারা তৃতীয় আরেকটি ব্যাধি। তালেবে ইলমদের এই সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বাঁচার পথ হলো, কোনো অভিজ্ঞ ও দয়াবান উস্তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করা এবং সেসব উস্তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা, যাদের মাধ্যমে ইলমি জীবন গঠিত হয়েছে। এই পথ অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হবে এবং 'খোদরায়ী' -যা অনেক ব্যাধির জনক-এর মন্দ প্রভাবগুলো থেকে নিরাপদ থাকা সহজ হবে।"

তারপর পত্রিকাটিতে উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকজন আদর্শ সালাফ ও খালাফের (পূর্বসূরি ও উত্তরসূরির) কিছু অবস্থা ও উক্তি তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা শিক্ষকরা যদি সত্যিকারের শিক্ষক হয়ে যাই, যেমন ছিলেন আকাবিরগণ এবং আমাদের শিক্ষার্থী ভাইয়েরা যদি সত্যিকারের শিক্ষার্থী হয়ে যান, যেমন ছিলেন আমাদের পূর্বসূরিগণ, তাহলে দুনিয়াতেও আমরা এমন এক আত্মিক প্রশান্তির জীবন লাভ করব, যা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আমাদের অস্তিত্ব তখন নিজেদের জন্যও উপকারী হবে, অন্যদের জন্যও হবে কল্যাণকর।

হজরত মাওলানা কারি সিদ্দিক আহমদ বান্দবি রহ. কর্তৃক লিখিত *আদাবুল মুআল্লিমিন* সহ এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের রচিত বিভিন্ন কিতাব উদাহরণস্বরূপ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর রচিত *আর-রসুলুল মুআল্লিম ওয়া আসালিবুহু ফিত তালিম* শায়খুল হাদিস জাকারিয়া রহ.-এর রচিত *আপবিতি* মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল্লাহ নকশাবন্দি রচিত[১] *আসাতিজা কে লিয়ে তারবিয়াতি ওয়াকিয়াত* অধ্যয়ন করে আদর্শ শিক্ষকদের বিভিন্ন আদব ও গুণ আমাদের জেনে নেওয়া একান্ত জরুরি।

আদাবুল মুআল্লিমিন কিতাবটি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলতে যাওয়া সূর্যের পরিচয় দেওয়ার মতো কাজ হবে। কারণ, কিতাবটি শুরু থেকেই বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত। তাঁরা নবীন শিক্ষকদের কিতাবটি অধ্যয়ন করার কথা গুরুত্বের সাথে বলেন।

আমি মূল কিতাবের অনুবাদ পুরোটিই দেখেছি এবং যেসকল বিচ্যুতি নজরে পড়েছে সেগুলো সংশোধন করে দিয়েছি। অবশ্য মাওলানা এনামুল হাসানের শেষের সংযোজিত অংশটি দেখার সুযোগ হয়নি। সার্বিকভাবে অনুবাদটি আমার ভালো লেগেছে। আল্লাহ মূল গ্রন্থটির ন্যায় অনুবাদটিও কবুল ও উপকারী করুন। আমিন!

১. মাওলানা নকশাবন্দি সাহেবের *তলাবা কে লিয়ে তারবিয়াতি ওয়াকিয়াত* নামেও একটি কিতাব আছে। আমি মাওলানা এনামুল হাসানকে এই কিতাব দুটোও অনুবাদ করার কথা বলেছি। সে অনুবাদ করবে বলে আমাকে কথা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করুন এবং উপকারী করুন। আমিন!

আমি শুনে বড়ই খুশি হয়েছি যে, কিতাবটি এনামুল হাসানের ছোট বোন অনুবাদ করেছে। আসলে ইলমি অঙ্গনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন এবং বড় বড় ইলমি খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এমন নারীর সংখ্যা ইসলামি ইতিহাসে কম নয়। প্রসিদ্ধ আরব লেখক উমর রেজা কাহহালা أَعْلَامُ النِّسَاءِ فِي عَالَمَيِ الْعَرَبِ وَالإِسْلَامِ *আরব জাহান ও ইসলামি দুনিয়ার কয়েকজন নারী–মনীষী* নামে বড় বড় পাঁচ খণ্ডের সুবিশাল এক গ্রন্থ রচনা করেছেন। হজরত হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিতে মিল্লাত শাহ আশরাফ আলি থানবি রহ.ও *বেহেশতী জেওর* কিতাবের অষ্টম খণ্ডে ইতিহাসের আদর্শ একশ নারীর আলোচনা করেছেন।

তুহফাতুল ফুকাহা কিতাবের লেখক হানাফি ফকিহ আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ সমরকন্দি রহ.-এর কন্যা ফাতেমা রহ. ছিলেন নিজ সময়ের অন্যতম ফিকাহ শাস্ত্রবিদ। পিতার লিখিত ফতোয়ায় পিতার স্বাক্ষরের পাশাপাশি তাঁর স্বাক্ষরও থাকত। তার বিবাহের পর যে সকল ফতোয়া প্রকাশিত হয় তাতে তিনজনের স্বাক্ষর থাকত; তার পিতা আল্লামা সমরকন্দি, কন্যা ফাতিমা ও স্বামী আল্লামা কাসানি রহ.।

সদ্য ইনতিকাল করা নওমুসলিম লেখিকা মরিয়ম জামিলার কথাও দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। মরিয়ম জামিলা আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের 'নিউরুশিলা' নগরীর এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনের এক পর্যায়ে ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে আশ্বস্ত হন এবং ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। সহজে ইসলামি জীবনযাপন করার জন্যে তিনি পরিবার-পরিজন ছেড়ে পাকিস্তান চলে আসেন। আমেরিকা থেকে পাকিস্তানে বিমানে আসার মতো আর্থিক সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। তাই একটি মালবাহী স্টিমারে দীর্ঘ এক মাস সফর তিনি পাকিস্তান পৌঁছেন।

পাকিস্তানে এমন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, যার পূর্ব থেকে একজন স্ত্রী ছিলেন। এই স্বামীর ঔরসে মরিয়ম জামিলার দু' ছেলে ও তিন মেয়ের জন্ম হয়। মরিয়ম জামিলা তাঁর সতীনের মন এমনভাবে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, উক্ত সতীন সাগ্রহে তাঁর সন্তানদের লালনপালনসহ তাঁর সকল কাজের দায়িত্ব নেন এবং তাঁকে পড়াশোনা,

গবেষণা ও লেখালেখির জন্য অবসর করে দেন।

এভাবে যোগ্য লোকদের যারা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ করার সুযোগ করে দেন, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন! আমিন।

ইসলামি সভ্যতা–সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং মানবতার ধ্বংস ও বিনাশে পশ্চিমা সভ্যতা–সংস্কৃতির মন্দ প্রভাব তুলে ধরাই হলো তাঁর রচনাবলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজি ভাষায় তাঁর লিখিত গ্রন্থাদির সংখ্যা আটত্রিশটি। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ আরবি, ফারসি, উর্দু, বাংলা, মালয়েশিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান ও তুর্কিসহ অনেক জীবন্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.–এর নির্দেশে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ভারতের নদওয়াতুল ওলামার আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা المجمع الإسلامي العلمي থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া ইউরোপের বহুল প্রচারিত অনেক পত্রিকা ও সাময়িকীতেও তাঁর গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ–নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলাম নারীদের শিক্ষা–দীক্ষার ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে। তাই ইসলামের ইতিহাসে এমন ক্ষণজন্মা নারী প্রতিভা একজন দুজন নয়, অনেক।

নারীদের ওয়াজ–নসিহত ও শিক্ষা–দীক্ষার জন্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে সময় নির্ধারণ করেছিলেন। ইমাম বুখারি রহ. লেখেন, শিক্ষা–দীক্ষা ও ওয়াজ–নসিহতের জন্যে নারীদের পৃথকভাবে সময় দেওয়া উচিত। হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু হাসান আশ–শাইবানি রহ. নারীদেরকে ফিকাহ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে পৃথকভাবে সময় দিতেন।

ইসলাম নারীদের শিক্ষা–দীক্ষার ওপর যে পরিমাণ গুরুত্বারোপ করেছে, আমরা যদি তাদের শিক্ষা–দীক্ষার বিষয়টিকে সে পরিমাণ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করি; অন্তত প্রত্যেকে নিজের মাহরাম মহিলাদের শিক্ষিত ও দীক্ষিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করি, তাহলে অতীতের মহীয়সী নারীদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের মাঝে আজও সৃষ্টি হতে পারে।

প্রসঙ্গত নারীদের শিক্ষা বিষয়ক কথা কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গেল। তবে আশাকরি ভালোই হয়েছে। কথাগুলো আমার *শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ* বইয়ের নতুন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

দুআ করি, আল্লাহ তাআলা বিনতে অধ্যাপক মতিউর রহমানকে দুনিয়া–আখিরাতের প্রভূত কল্যাণ দান করুন। সকল অকল্যাণ থেকে নিরাপদ রাখুন। মূলের মতো অনুবাদটিও কবুল ও উপকারী করুন। আমিন!

বিনীত

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

পূর্ব ভুঁইয়া পাড়া, গল্লাই, চান্দিনা, কুমিল্লা

১. ৬. ১৪৩৫ হি.

১. ৫. ২০১৪ ঈ.

বৃহস্পতিবার

কিছু কথা, কিছু ব্যথা

আমার এক বোনকে আমি *এসো আরবী শিখি* পড়িয়েছি। সে এখন *এসো কুরআন শিখি* পড়ে এবং কুরআনে কারিমের তরজমা কিছু কিছু বুঝতে পারে। গত বছর আদিব হুজুরের মেয়ে আমাতুল্লাহ তাসনীম সাফফানার একটি লেখা *মাসিক আলকাউসারে* প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি ছিল মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি সাহেব দা. বা.-এর একটি বয়ানের অনুবাদ। আদিব হুজুর লিখেছেন, এ অনুবাদের মাধ্যমে মেয়েটি উর্দু শিখেছে। তখন আমি আমার বোনের ব্যাপারে চিন্তা করেছিলাম, সে তো আগে থেকে কিছু কিছু উর্দু পারে। তাকে দিয়ে উর্দু কিছু অনুবাদ করালে তো তার উভয় ভাষাজ্ঞানই মজবুত হয়ে ওঠবে।

অবশেষে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার আগে যখন আমি পড়াশোনায় খুব ব্যস্ত হয়ে গেলাম তখন প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে তাকে আগের মতো সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তখন কোনো ধরনের নির্বাচন ছাড়াই অনুবাদ করার জন্য তার হাতে একটি বই তুলে দিই নাম, *আদাবুল মুআল্লিমিন*। আর কিছু না হোক এ কিতাবের অনুবাদের ওসিলায় ভাষা শেখার পাশাপাশি তরবিয়ত ও সুদীক্ষার কিছু আদব তো শেখা হবে।

আমি মাঝে মধ্যে তার লেখার খোঁজ নিতাম। সে আমার পরীক্ষার প্রাকপ্রস্তুতি এবং পরীক্ষার সময়েও অনুবাদ চালিয়ে গেল। আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম, যেটুকু পারবে না সেটুকু আমার জন্যে রেখে সামনে চলে যাবে। আমার পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার অনুবাদও শেষ হয়ে গেল।

পরীক্ষার ছুটিতে আমি ফুআদ সাহেব হুজুরকে কাগজগুলো দেখালাম। হুজুর খুব খুশি হলেন এবং তাকে দিয়েই সম্পাদনা করানোর কথা বললেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকায় সম্পাদনার কাজটি তার জন্যে কঠিন হয়ে গেল। ওদিকে আমারও সুযোগ হচ্ছিল না লেখাগুলো দেখার। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে

ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কিছু ঘটনা ঘটে গেল। ৬ এপ্রিলের লংমার্চ, ৫ মে'র ঢাকা অবরোধ, ৫ মে'র দিবাগত রাতে শাপলা ট্র্যাজেডি এবং ৬ মে' সকালে মাদানীনগর ট্র্যাজেডি।

শাপলা চত্বরে রাতভর গুলি আর গ্রেনেডের শব্দ শুনে কানে তালা লেগে গিয়েছিল। সকালে মাদানীনগর এলাকায় পা রাখতেই শুনি, রাস্তায় ঠাস ঠাস অবিরাম গুলির শব্দ। কী ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ এক মহিলা এসে কাতর কণ্ঠে বললেন, বাবা, তোমরা এখন মাদরাসায় যেয়ো না। পুলিশ তোমাদের দেখলেই গুলি করবে।

৬ মে সকালে মাদানীনগরে এ ধরনের ঘটনা শুধু আমার একার সাথে নয়, আরও অনেকের সাথেই ঘটেছে। মাদানীনগরের বাসিন্দারা মাদানীনগর মাদরাসাকে এবং মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষককে যে কত ভালোবাসে তা ৬ মে'র সকালের দৃশ্য না দেখলে বোঝা যাবে না। মাদরাসার প্রতি মানুষের এই ভালোবাসার দৃশ্য যেই দেখেছে, তার চোখেই পানি চলে এসেছে।

মাদানীনগরের বাসিন্দাদের মাঝে তখন ফুটে উঠেছিল মদিনার আনসারদের দৃশ্য। তারা তাদের কলিজার টুকরো সন্তানদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাদরাসার রক্ষণাবেক্ষণের জন। আর ছাত্রদের টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ঘরের ভেতরে নিরাপদ আশ্রয়ে।

সেদিন কত মায়ের বুক খালি হয়েছে! কত বাবা সন্তানের লাশ কাঁধে নিয়ে ফিরেছে! বাবাকে হারিয়ে কত শিশু এতিম হয়েছে! কত বোন বিধবা হয়েছে স্বামীকে হারিয়ে! কত টগবগে যুবক সেদিন একটি হাত অথবা একটি পা কিংবা একটি চক্ষু হারিয়ে চিরদিনের মতো পঙ্গুত্ব বরণ করে নিয়েছে। তবুও মাদানীনগরের বাসিন্দারা মাদরাসার গায়ে, মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের গায়ে একটু আঁচড়ও লাগতে দেয়নি।

اگرچہ خرمن عمرم غم تو داد بباد ☆ بخاک پائے عزیزت کہ عہد نہ شکستم

আমার জীবন নিঃশেষ হলো তোমার কথা ভেবে ভেবে, তবু বিশ্বাস করো
প্রিয়তম, আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি!

যাই হোক, সেই মহিলা একটি গলির ভেতর দিয়ে আমাদের তার বাসায় নিয়ে গেল। একটা কক্ষের ভেতরে আমরা মুনাজাতে মশগুল হয়ে গেলাম।[২]

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা গুলিবর্ষণ হলো। দুপুরের দিকে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। মাদরাসা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি ঘোষিত হলো এবং অল্প সময়ের মধ্যে খালিও হয়ে গেল।

রাত নেমে আসার আগেই গোটা এলাকা হয়ে গেল পুরুষশূন্য। মাগরিবের পর পরই দোকানপাট সব বন্ধ। রাস্তাঘাট অন্ধকার। কী থমথমে ভুতুড়ে পরিবেশ! বাসায় আম্মুকে অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাদরাসায় এলাম পাহারার জন্য। প্রতিদিনই শুনতাম, আজ মাদরাসায় তল্লাশি হবে। কিন্তু পরে কিছুই হতো না। দিনের বেলায় মাদরাসার ছাত্রশূন্য ভবনগুলোর দিকে তাকালে বুকটা হাহাকার করে ওঠত। বুখারা-সমরকন্দের কথা মনে পড়ত। বুখারা-সমরকন্দের ইতিহাস কি এমনই নির্মম, নিষ্ঠুর ছিল? আবেগ নয়, আমাদের পরিচালিত হতে হবে বিবেক দিয়ে। মাদরাসার ইট-পাথর যেন আমাকে ধিক্কার দিয়ে একথাই বলত।

তখন এক মুহতারাম একটি কথা বলেছিলেন। কথাটি অনেকের ভালো না লাগলেও আমার ভালো লেগেছিল। তিনি আবরারুল হক সাহেব রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, এ যুগে যারা উম্মাহর নেতৃত্ব দেবেন, তাদেরকে হতে হবে সেই চালকের মতো সচেতন, যে পাহাড়ের চূড়ায় গাড়ি চালায়। প্রতি মুহূর্তে তাকে তিনটি বিষয়ের কথা ভাবতে হয়,

এক. নিজের জীবন।

দুই. যাত্রীদের জীবন।

তিন. নিজের গাড়ি।

---

[২]. আজ মে মাসের ২ তারিখ। ৬ মে'র পর প্রায় এক বছর হতে চলল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি সেই মহিলার বাড়ি গিয়ে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে পারিনি। এটি কি সময়-সুযোগের অভাব, না অলসতা-অবহেলা, না বেওফাদারি ও অকৃতজ্ঞতা! আল্লাহ আমাকে মাফ করুন! এবং সেই মহিলাকে এবং মাদ্রাসার প্রতি আন্তরিকতা পোষণকারী প্রতিটি মানুষকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন!

অনেক প্রতীক্ষার পর একদিন মাদরাসা খুলল এবং যথারীতি মাদরাসার স্বাভাবিক কার্যক্রমও শুরু হয়ে গেল। এরপর এক কুরবানির ছুটিতে আমি কিছু কিছু করে সেই লেখাগুলো দেখেছি ও সম্পাদনাও করেছি।

বইটি সম্পর্কে আমার কোনো পূর্বধারণা ছিল না। আমি ভেবেছিলাম, আর দশটি বইয়ের মতোই সাধারণ একটি বই। কিন্তু সম্পাদনার সময় বুঝতে পারলাম বইটি কত অসাধারণ! আগে যদি জানতে পারতাম বইটি এত গুরুত্বপূর্ণ তাহলে কিছুতেই আমার বোনকে অনুবাদ করতে দিতাম না এবং আমি নিজেও তাতে হাত দিতাম না। আমি মনে করি, এই বইটি অনুবাদ করার বয়সও আমার হয়নি। এটি তো মুরুব্বিদের কাজ। এটি আদিব হুজুর বা তার মতো কেউ অনুবাদ করার মতো। মূলত বইটি অনেক বড় মানুষের।

ফুআদ সাহেব হুজুরকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। হুজুর তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় সংশোধন করে দিয়েছেন। হুজুরের কর্মপন্থার আলোকে পুরো বই আবার সংশোধন করার জন্য বলেছেন।

হুজুরের দিক নির্দেশনার আলোকে বইটি পুনরায় সংশোধন করা হয়েছে। পুনঃসংশোধিত কপিটি হুজুর তার কম্পিউটারে নিয়ে আবার সংশোধন করেছেন। হুজুর এত ব্যস্ততার মাঝেও যেই আন্তরিকতা দেখিয়েছেন, তা সত্যিই ভুলে যাওয়ার নয়। অবশ্য আমার ওপর হুজুরের এ অনুগ্রহ নতুন নয়। ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই আমি হুজুরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়ে আসছি।

হুজুরকে আল্লাহ আরও উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাঁর অনুরোধেই মাকতাবাতুল হাসান কিতাবটি প্রকাশের উদ্যোগ নেন। আল্লাহ মাকতাবাতুল হাসানকে প্রকাশনার জগতে আরও বড় বড় খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিক দান করুন!

কিতাবের মুতারজিমা আমার ছোট বোন। আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ দান করুন এবং সকল অকল্যাণ থেকে হিফাজত করুন। আল্লাহ তার মনের নেক আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করুন।

এই কিতাবের লিখন, মুদ্রণ এবং প্রচারে যাদের সামান্যতম সময়, সামর্থ্য, শ্রম ব্যয় হয়েছে, হচ্ছে, হবে আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এক্ষেত্রে আমাকে বিভিন্ন সহযোগিতার পাশাপাশি যারা অনুপ্রাণিত রেখেছেন তাদের মধ্যে রফিক ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন সময় তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক কথা আমার অনেক উপকারে এসেছে। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং ইলমে আমলে বরকত দান করুন। আমিন!

সবশেষে আরজ, এই কিতাবে যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, আল্লাহ যেন তার কিছুটা হলেও আমাকে দান করেন। আমি সকলের নিকট দুআপ্রার্থী।

বিনীত

এনামুল হাসান জুনাইদ

২ রজব ১৪৩৫ হি.

২ মে ২০১৪ ঈ.